যুগান্তর

তারিখ 25 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

অভিমত

স্বপ্না রেজা

শিক্ষার ওপর ভ্যাট কেন?

সরকার নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী, অর্থ, সম্পদ, বৈধ ও অবৈধ আয়ের ওপর কর ধার্যের ন্যায় ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষার ওপর ভ্যাট ধার্য করেছে। ফলে ইংলিশ মিডিয়ামে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার দায়ে ভ্যাট দিতে হচ্ছে সরকারকে! এই ভ্যাট ধার্য কতটা যুক্তিসঙ্গত কিংবা বাস্তবসম্মত তা ভেবে দেখা দরকার। প্রথমত, ইংলিশ একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। বিশ্বে প্রবেশাধিকার ও অবস্থানের জন্য এবং সর্বোপরি জাতির নিজের পরিচিতি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মেধা, যোগ্যতা বিশ্বদরবারে উপস্থাপনের জন্য ইংরেজি শিক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বর্তমান বিশ্বে যে উন্নয়নমূলক প্রতিযোগিতা ও জাতিগত অগ্রযাত্রা সেখানে জায়গা করে নেয়া এবং টিকে থাকার জন্য আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা অর্জন অতীব জরুরি এবং ইংলিশই হচ্ছে সেই আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা অর্জনের অন্যতম প্রধান ভাষা। সেই ভাষায় শিক্ষা অর্জনের জন্য ভ্যাট প্রদানকে বাধ্যবাধকতায় আনা নিছক আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা অর্জনকে একরকম বিলাসিতায় ঠেলে দেয়ারই নামান্তর। দ্বিতীয়ত, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এমন একটি শিক্ষা মাধ্যম যেখানে দেশের শিক্ষার্থীরা দেশে বসেই আন্তর্জাতিক মানের সিলেবাস ও পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। নিঃসন্দেহে এই মাধ্যমে দেশের শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক পরিসরে শিক্ষা অর্জনে নিজেদের যোগ্য করে তুলতে সক্ষম হয়। আধুনিক বিশ্ব ও তার পরিধিতে খুব দ্রুত এই মাধ্যমে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা প্রবেশ করতে পারে বা সফল হয়। এতে করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এদেশের শিক্ষার্থীরা নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পারে। বাংলা মিডিয়ামের শিক্ষার্থীরাও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেদের যোগ্যতা প্রদর্শনে সক্ষম হয়। তথাপি ইংলিশ মিডিয়ামে যেহেতু আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে, সিলেবাস অনুসরণে, আন্তর্জাতিক ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা হয়, সেহেতু আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজের অবস্থান রচনায় শিক্ষার্থীদের জন্য এই মাধ্যম অপেক্ষাকৃত বেশি কার্যকর। এমন একটি শিক্ষা পদ্ধতিতে ভ্যাট ধার্য আন্তর্জাতিক শিক্ষাবলয়ে পৌঁছতে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য অবমূল্যায়ন ও প্রতিবন্ধকতার পর্যায়ে ফেলে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। তৃতীয়ত, সমাজের বিত্তবানদের পাশাপাশি আজ মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা, তাদের সন্তানদের ভবিষ্যতে বিদেশে লেখাপড়া করাতে আগ্রহী হন এমন উভয় শ্রেণী তাদের সন্তানদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে লেখাপড়া করান। বিত্তবানদের ক্ষেত্রে আর্থিক বিষয়টা তেমন কোন কষ্টসাধ্য ব্যাপার না হলেও মধ্যবিত্তের জন্য এটা একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার এবং অনেকটা সাধনার বিষয়ও বটে। জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের সন্তানদের লালন করেন, স্বপ্ন দেখেন। সেক্ষেত্রে ভ্যাট ধার্য যেন আজ সন্তানকে উন্নত শিক্ষা দেয়ার চিন্তা লালন করার কারণে একটি শাস্তিমূলক অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য। চতুর্থত, শিক্ষাই হচ্ছে একটি জাতির মেরুদণ্ড। যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত। কেননা শিক্ষাই পারে একটি জাতিকে অন্যায় ও অপরাধমুক্ত রাখতে। আজ বিশ্বব্যাপী যে উন্নয়নধারা ও চিন্তাচেতনা, তার মূলে রয়েছে শিক্ষা সচেতনতা। বিশ্ব আজ এক পরম সত্যে নিজেকে সমর্পিত করেছে আর তা হল শিক্ষা। এই সত্যকে আমরা সবাই বিশ্বাস করি। প্রমাণিত সত্য যে, নিজের অস্তিত্ব, জাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও তার উন্নয়নে শিক্ষার বিকল্প কোন ধারা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। আর তাই গোটা বিশ্ব যখন

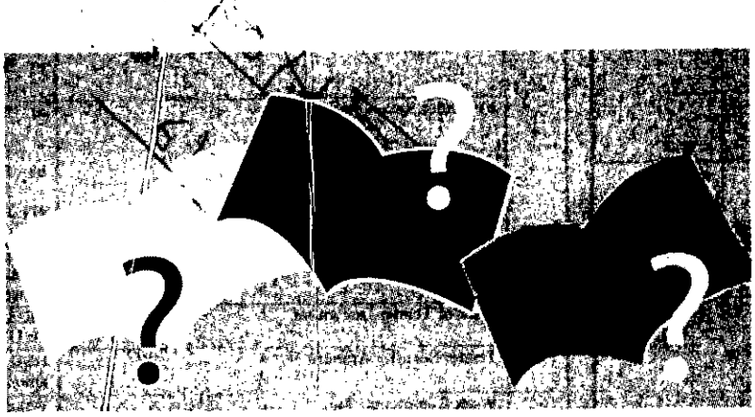

বিনামূল্যে শিক্ষাদানে অধীর, কর্মচঞ্চল তখন বাংলাদেশে বর্তমান সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার মাঝে বিভাজন টেনে একধারার শিক্ষার (ইংলিশ মিডিয়াম) ওপর ভ্যাট ধার্য করে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে শ্রেণীবৈষম্য জাগ্রত করল! পৃথিবীতে এমন কোন নজির আছে কিনা আমার জানা নেই যে, শিক্ষা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের ভ্যাট (মাশুল) দিতে হচ্ছে! আজ যেখানে আমরা কথায়, ভাবে প্রকাশ করছি যে, উন্নয়নের জন্য, দেশকে দুর্নীতিমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত করতে সচেতনতা আর প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন, সেখানে শিক্ষার একাংশের ওপর ভ্যাট ধার্য আদৌ দেশের প্রতি আমাদের সুচিন্তিত ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় কিনা ভেবে দেখা দরকার। পঞ্চমত, বর্তমান সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান চালাচ্ছে। অর্থনৈতিক দুর্নীতিকে বড় দুর্নীতি মনে করছে বর্তমান সরকার। আর তাই রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে যারা কোটি কোটি টাকার সম্পদ গড়েছেন সেসব রাজনীতিক, ব্যবসায়ীর শাস্তি বিধানে বর্তমান সরকার আপসহীনতার পরিচয় দিচ্ছে। জনগণ তার প্রতি সমর্থনও জানিয়েছে। ইংলিশ মিডিয়ামের অভিভাবকরা মনে করছেন, ছেলেমেয়েকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ালেখা করানোর জন্য তাদের আজ মাশুল দিতে হচ্ছে। তারা মনে করেন, এই ভ্যাট ব্যবস্থায় শিক্ষার প্রতি অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের আরও বেশি উৎসাহিত না করে বরং এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি এবং অবমূল্যায়ন করা হল। ষষ্ঠত, যদি বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার মনে করে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে শিক্ষার অজুহাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ অপেক্ষাকৃত বেশি আর্থিক লাভবান হচ্ছে তাহলে শিক্ষার্থীদের ওপর ভ্যাট ধার্য না করে স্কুলের সার্বিক আয়ের ওপর তারা কর আরোপ করতে পারত।

জাতির উন্নয়নে শিক্ষা একটি অপরিহার্য অধ্যায়। কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা, বৈষম্য না এনে একে ত্বরান্বিত ও প্রসারিত করার উদ্যোগ আমাদের সবাইকে নিতে হবে। তবে প্রধান দায়িত্ব সরকারের। বর্তমান সরকার দেশকে সামনে এগিয়ে নিতে বেশকিছু ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নিয়েছে, যা সাধারণের মধ্যে স্বস্তি এনেছে। শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে বর্তমান সরকার স্বস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

স্বপ্না রেজা : *উন্নয়নকর্মী*